ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 113 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৬৯ ● কলকাতা ● ২১ আশ্বিন, ১৪৩২ ● বুধবার ● ০৮ অক্টোবর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 76

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

সেইজন্য খাতের উপর থেকে কেউই আন্দাজও করতে পারত না যে এত বড় খাতের নীচে কোন গুহা হতে পারে। উত্তর দিক থেকে নীচে নামার এক সরু রাস্তা ছিল। আর খাতে অনেক নীচে নামার পর ডানদিকে ঘুরে যেমন যেমন আমরা জলপ্রপাতের কাছে যেতাম, জলের আওয়াজ বেড়ে যেত। উত্তর দিক থেকে নেমে নীচে ডাইনে ঘুরলে জলপ্রপাত ও উত্তর দিকের মাঝে পশ্চিম দিকে এই গুহা ছিল। ঐ খাত এত গভীর ও বড় ছিল যে উপর থেকে পড়ন্ত জল তো উপর থেকে দেখা যেত কিন্তু কোথায় গিয়ে পড়ছে, তা উপর থেকে দেখা যেত না।

ক্রমশঃ

বন্যার জলে ভেসে আসছে মানুষ-গণ্ডার-হরিণের দেহ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৬। জলপাইগুড়ির নাগরাকাটার বামনডাঙা থেকে আরও ২ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। আজ বিধ্বস্ত মিরিকে যেতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু। প্রবল বৃষ্টি আর ধসে কার্যত লন্ডভন্ড হয়ে গেছে উত্তরবঙ্গ।মেঘ-পাহাড়-নদী আঁকা ঝকঝকে ক্যানভাস। আচমকা তায় যেন কে জল ঢেলে দিয়েছে। আর সব রং গুলে গিয়ে মিশেছে মাটিতে। প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ। যে দিকে দু'চোখ যায় শুধুই ধ্বংসস্তূপ। কংক্রিটের মিরিক বাইপাস আজ যেন মেঠো পথ। পাহাড় থেকে প্রবল স্রোতের তোড়ে ভেসে গেছে বাড়ি-গাড়ি...। ঘটেছে বেঘোরে প্রাণহানি। পাশের ঘরে শুয়ে থাকা মানুষটা কখন যে চিরতরে

এরপর 3 পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

DGP রাজীব কুমারকে হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সকালে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুপুর গড়ানোর পর নাগরাকাটায় আক্রান্ত বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুকে দেখতে শিলিগুড়ি বেসরকারি হাসপাতালে যান রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কথা বলেছেন আক্রান্ত বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের সঙ্গেও। হাসপাতাল থেকে বেরিয়েই খগেন মুর্মুর বর্তমান শারীরিক অবস্থার কথা বলেন।গাড়ি থেকে নেমে বিক্ষোভকারীদের বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন সাংসদ। তখনই অতর্কিতে ছোড়া ইট এসে তাঁর চোখের নীচে লাগে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাঁর আঘাত গুরুতর। চোখের নীচের অতি স্পর্শকাতর হাড় ভেঙে গিয়েছে তাঁর। আপাতত শিলিগুড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি।আর সে প্রসঙ্গে বলতে গিয়েই আরও একবার রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন শুভেন্দু। সরাসরি নিশানা করেন ডিজিপি রাজীব কুমারের উদ্দেশেই। হাসপাতালের বাইরে দাঁড়িয়েই শুভেন্দু রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "ছাব্বিশে এই রক্তের বদলা হবে সুদ সমেত। বাংলার উসুল করবে।

বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ব্যবস্থা হবে। জলপাইগুড়ির এসপি, ডিজিপি রাজীব কুমার দিল্লি যাওয়ার জন্য ব্যাগ গুছিয়ে রাখুন। স্পিকারের কল আসবে।" উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই লোকসভার স্পিকার ওমপ্রকাশ বিড়লা এই ঘটনায় রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে। অতি দ্রুত রাজ্যকে রিপোর্ট দিতে হবে, তা না হলে আইনানুগ পদক্ষেপ করা হবে বলেও শিলিগুড়িতে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট করে দিয়েছেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরণ রিজিজু।

ইতিমধ্যেই সাংসদ-বিধায়কের ওপর হামলার ঘটনায় মণ্ডল সভাপতি ৮ জনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগের শুনানি হবে। এ প্রসঙ্গে শুভেন্দু এদিন আরও বলেন, "রাজ্য সভাপতির (শমীক ভট্টাচার্য) দাবিকে সমর্থন করে জানাই, এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় তদন্তের প্রয়োজন। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে জামাতের লিঙ্ক রয়েছে কিনা, খুঁজে বার করতে হবে।" উল্লেখ্য, সাংবাদিক বৈঠক করে নাগরাকাটায় হামলার ঘটনায় NIA তদন্তের দাবি জানিয়েছেন খোদ শমীক ভট্টাচার্য।

সোমবার দুপুরে দুর্যোগকবলিত নাগরাকাটায় একাধিক এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন মালদহ উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মু এবং শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। বামনডাঙায় ঢোকার আগে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় তাঁদের। অতর্কিতে তাঁদের গাড়ি লক্ষ্য করে লাঠি, জুতো নিয়ে চড়াও হন অনেকে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নদীর ধার থেকে পাথর তুলে ছুড়তে থাকেন।

ওড়িশায় 'খুন' বিজেপি নেতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাড়ির সামনেই এক বিজেপি নেতাকে গুলি করে খুনের অভিযোগ উঠল দুই দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। সোমবার রাতে চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে ওড়িশার বেরহামপুরে। মৃতের নাম পিতাবাস পান্ডা। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।গেরুয়া শিবিরের সঙ্গে যুক্ত থাকার পাশাপাশি পিতাবাস ওড়িশা বার কাউন্সিলের সদস্যও ছিলেন বলে খবর। কিন্তু কী কারণে তাঁকে খুন করা হল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ইতিমধ্যেই গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশের দাবি, সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে হামলাকারীদের চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। তাঁদের খোঁজে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে তল্লাশি। গোটা ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে এলাকায়

।সেই সময় তাঁকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে দুই দুষ্কৃতী। জানা গিয়েছে, অভিযুক্তরা একটি মোটরবাইকে করে এসেছিলেন। হামলা চালানোর পর সেখান থেকে তাঁরা চম্পট দেয়। গুলির আঘাতে রক্তাক্ত অবস্থায় ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন পিতাবাস। এরপরই সেখানে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। গুরুতর আহত অবস্থায় পিতাবাসকে উদ্ধার করে নিকবর্তী একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। পরে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

(১ম পাতার পর)

বন্যার জলে ভেসে আসছে মানুষ-গণ্ডার-হরিণের দেহ

হারিয়ে গেছে বোঝার অবকাশটুকু মেলেনি। কেউ প্রাণে বেঁচেছেন তবে চলে গেছে মাথা গোঁজার ঠাঁই ! পাহাড়ের কোলে বাড়ি। দু'পা গেলেই দেখা যেত প্রতিবেশীর বাড়ি। সেই রাস্তাটাই আজ উধাও। ধ্বংসস্তূপের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা বাড়ি। একবার দেখলে মনে হয়, এ যাত্রায় বেঁচে গেছে।নিশ্চিহ্ন প্রায় একের পর এক গ্রাম। এখনও নিখোঁজ অনেকে । প্রকৃতির রোষে তছনছ হয়ে গেছে পাহাড়-ডুয়ার্স। উত্তরবঙ্গ-জুড়ে এখন শুধুই হাহাকার। বন্যার জলে একসঙ্গে ভেসে আসছে মানুষ-গণ্ডার-হরিণের দেহ ! এদিকে বিপর্যয়ের জেরে উত্তরবঙ্গে আটকে পড়েছেন বহু পর্যটক। পাহাড়ের আনাচে কানাচে স্বজনহারানোর কান্নার রোল ভেসে আসছে। এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, দুর্যোগের পূর্বাভাস থাকা সত্ত্বেও কি তৈরি ছিল না প্রশাসন ? বিপর্যয়ের জেরে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকার অবস্থা খুবই সঙ্গীন। ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গেছে মিরিকের থারবো জামান সিং গ্রামের রাস্তা। বিভিন্ন গ্রামে বড় বড় পাথর, পলি জমে সম্পূর্ণ রাস্তা বন্ধ রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তার মেরামতি হয় না বলেও অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। থারবো জামান সিং গ্রামে দাঁড়িয়ে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, "এই রাস্তার সঙ্গে অনেক গ্রাম যুক্ত। এখান থেকে শিলিগুড়িও যাওয়া হয়। রাস্তা বন্ধ থাকায় সবাই এখানে আটকে আছে। অনেক গাড়ি আটকে আছে। এখন রাস্তা খোলেওনি। গ্রামীণ এলাকায় আসেন না মুখ্যমন্ত্রী। উনি শহরে আসেন। ৫ লক্ষ টাকা নিয়ে হবে টা কী ? যাঁরা মারা গেছেন তাঁরা তো আর ফিরে আসবেন না। আগে জায়গাগুলো ঠিক করে দিলে, কিছুটা নিরাপদে থাকা যেত।"

আহত বিজেপি সাংসদকে দেখতে হাসপাতালে মমতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আহত বিজেপি সাংসদকে দেখতে হাসপাতালে ছুটে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কথা বললেন চিকিৎসকদের সঙ্গেও। কথা বললেন আহত খগেন মুর্মুর সঙ্গেও। কিন্তু খগেন মুর্মুর আহত হওয়ার ঘটনায় এখনও কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি জেলা পুলিশ। যা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।এদিকে জনরোষ হোক বা যাই হোক, ঘটনার পর ২৪ ঘণ্টা কেটে গেলেও এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার তো দুর অস্ত, এই ঘটনায় একজনকেও আটক করতে পারেনি পুলিশ। এমনটাই অভিযোগ করে বিজেপির দাবি, পুলিশের এই ভূমিকাই প্রমাণ করছে এই ঘটনায় তৃণমূলের যোগ কতটা স্পষ্ট। তৃণমূলের লোকজন জড়িত আছে বলেই পুলিশ এখনও তাদের ছোঁয়নি। বিজেপির আরও অভিযোগ বিতর্ক থেকে মুখ ঘোরানোর জন্যই মুখ্যমন্ত্রী হাসপাতালে গিয়েছেন। না হলে ওই একই হাসপাতালে ভর্তি বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষকেও তিনি দেখে যেতেন।সেখানে ত্রাণ বিলি করতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়েন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। বিক্ষোভ আক্রমণের রূপ নেয় যাতে গুরুতর আহত হন মালদহ দক্ষিণের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। এই মুহূর্তে চোখের নিচে গভীর ক্ষত নিয়ে শিলিগুড়ির বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন খগেন মুর্মু। মঙ্গলবার মিরিকের দুধিয়া সেতু সংলগ্ন এলাকা পরিদর্শন করে ফেরার পথে সরাসরি শিলিগুড়ির ওই বেসরকারি হাসপাতালে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দেখা করেন বিজেপি সাংসদের সঙ্গে। এরপর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমি চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেছি। ওঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। ওঁর ডায়াবেটিস অনেকটাই বেশি, ফলে একটু অপেক্ষা করতে হয়। ওঁর কানে চোট রয়েছে। আমি কথা বলেছি, বলেছি আপনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুন।"

এদিকে মুখ্যমন্ত্রী আহত খগেন মুর্মুকে দেখে গেলেও বিজেপির পক্ষ থেকে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে কেন এই ঘটনায় এখনও কাউকে গ্রেফতার করা হলো না ? গতকালই খগেন মুর্মু ও শঙ্কর ঘোষের আহত হওয়ার পরপরই বিজেপির পক্ষ থেকে বেশ কিছু ছবি সামনে নিয়ে আসা হয়। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সোশাল মিডিয়ায় সেইসব ছবি পোষ্ট করে দাবি করেন খগেন মুর্মু বা শঙ্কর ঘোষের উপর এই আক্রমণ পূর্ব পরিকল্পিত। শুভেন্দু অধিকারী একেবারে নাম দিয়ে অভিযোগ করেন তৃণমূল কংগ্রেস পরিকল্পনা করেই এদের দিয়ে আক্রমণ করেছে। শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা বিধানসভায় বিজেপির মুখ্য সচেতক শঙ্কর ঘোষও দাবি করেন তৃণমূল কংগ্রেসই এই আক্রমণ করিয়েছে। যদিও তৃণমূলের পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে এই ঘটনার সঙ্গে তাদের কোনো যোগ নেই। স্থানীয় মানুষ নিজেদের ক্ষোভ থেকেই এই ঘটনা ঘটিয়েছে। তৃণমূলের আরো অভিযোগ বিজেপি নেতাদের সব সময় পাশে পাওয়া যায় না, এখন এই দুর্যোগের সময় তাঁরা এলাকাতে যাওয়াতেই সাধারণ মানুষ রেগে যান। সেই থেকেই এই জনরোষ। যদিও তৃণমূলের এই জনরোষের তত্ব মানতে নারাজ বিজেপি।

চলতি সপ্তাহেই বাংলা থেকে বিদায় নিতে পারে বর্ষা?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ কেটে গেলেও এখনও পর্যন্ত বর্ষা বিদায়ের কোনও খবরই মিলছে না। এদিকে সদ্য ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখে পড়েছে উত্তরবঙ্গ। মেঘে ঢাকা দক্ষিণবঙ্গও। যদিও আবহাও দফতর বলছে চলতি সপ্তাহের শেষের দিকে বাংলায় বর্ষা বিদায়ের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হতে পারে। আবহাওয়া দফতর বলছে গুজরাটের যে অংশগুলি থেকে বর্ষা বিদায় থমকে রয়েছে সেখান থেকে আগামী তিন থেকে চারদিনের মধ্যে বর্ষা বিদায় নিতে পারে।

বুধবার বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকছে হুগলি,উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান ও নদিয়ায়। কিছু কিছু জায়গায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাসেরও দেখা মিলতে পারে। বৃহস্পতিবার হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব পশ্চিম ও মেদিনীপুর, নদিয়ায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে। অন্যদিকে বুধবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বাড়তে পারে উত্তরবঙ্গে। তবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বলেই জানাচ্ছে আবহাওয়া দফতর। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সতর্কতা থাকছে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহারে। একইসঙ্গে মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্রের একটা বড় অংশেও বর্তমানে বর্ষা বিদায়ের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হয়েছে। আগামী তিন থেকে চারদিনের মধ্যে এই সব এলাকা থেকেও বর্ষা বিদায় নিতে পারে। আর তার ঠিক পরের ধাপেই বাংলাতেও তৈরি হতে পারে অনুকূল পরিস্থিতি। বাংলার জন্য মোটের উপর স্বস্তির খবরই রয়েছে, আপাতত ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই।

উত্তর বা দক্ষিণ, কোথাওই ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা নেই বলেই মনে করছে হাওয়া অফিস। তবে কিছু অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে। উত্তর থেকে দক্ষিণ, দিন কিছু কিছু অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির পূর্বাভাস থেকে যাচ্ছে। আপাতত ঝাড়খণ্ডে একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে।

সেই ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবেই বাংলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে। কিন্তু ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা আর নেই। ক্রমশ বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমবে। বলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তির হাত থেকে ধীরে ধীরে রেহাই মিলবে।

সম্পাদকীয়

উত্তরবঙ্গের বন্যায় সর্বহারা হয়ে পথে বহু পরিবার

৫০ বছরের মধ্যে এমন দুর্যোগ দেখেননি স্থানীয় বাসিন্দারা। গত রবিবার ভোররাতে নাগরাকাটা ব্লকে শুরু হয় অতি বৃষ্টি। সেই বৃষ্টিতে তৈরি হয়েছে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে নদী ও খালের জল বেড়ে গিয়ে একাধিক গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। সোমবার জল কমলেও সাধারণ মানুষের ভোগান্তি কমেনি।মালবাজারের মহকুমা শাসক শুভম কুন্দল জানান, "সরকারি তরফ থেকে ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে, ত্রাণ পাঠানো হচ্ছে দুর্গত এলাকায়। সবাই ত্রান পাবে।" কিন্তু প্রচণ্ড জলের তোড় ও রাস্তার ক্ষতি উদ্ধার কাজে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।" নাগরাকাটা ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেস ব্লক সভাপতি প্রেম ছেত্রী বলেন, "বিশেষ করে চাম্পাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বহু বাড়ি ভেঙে গেছে, পানীয় জলের তীব্র অভাব তৈরি হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চলছে, আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি দুর্গতদের পাশে দাঁড়ানোর।" মন্ত্রী বুলুচিক বড়াইক বলেন, রাত থেকে বৃষ্টি না হওয়ায় অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। সব দপ্তরে একসঙ্গে কাজ করছে।নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর জানান, "এত বড় দুর্যোগ গত ৫০ বছরে আমরা দেখিনি। এখনও পর্যন্ত পাঁচজন গ্রামবাসীর মৃত্যু হয়েছে। গরু, ছাগল, মহিষ সহ প্রায় শতাধিক গৃহপালিত পশুর মৃত্যু হয়েছে। বামনডাঙ্গায় বহু বাড়ি ভেসে গিয়েছে। সব হারিয়ে পথে বসেছেন বহু মানুষ। বামনডাঙ্গার মডেল ভিলেজ, ১৮ নম্বর লাইন, বিছ লাইন, হাতি লাইন মিলিয়ে অন্তত ৫০০ শ্রমিক পরিবারের ঘরবাড়ি ভেসে গিয়েছে। তাঁরা সবাই রাত থেকেই ফ্যাক্টরির ভেতরে আশ্রয় নিয়েছেন। নাগরাকাটার জিতি চা বাগানের নয়া লাইন নামে একটি শ্রমিক মহল্লায় ঢোকার একমাত্র রাস্তার কালভার্ট ভেঙে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে ৭০টি পরিবার। কালভার্ট দু'টুকরো হয়ে গিয়ে একই পরিস্থিতি সেখানকার গাঠিয়া লাইনের ৬০টি পরিবারের।

প্রবল জলের স্রোতে ভেঙে গিয়েছে নাগরাকাটার সঙ্গে বামনডাঙ্গার সংযোগকারী রাস্তা। একই চিত্র সুখানি বস্তিতে। সেখানে জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে প্রধান সড়ক। লোকসান থেকে চ্যাংমারি যাওয়ার রাস্তাও সম্পূর্ণভাবে ভেঙে গেছে। ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের কালিখোলা সেতু ভেঙে পড়ায় রবিবার সকাল থেকেই নাগরাকাটার সঙ্গে বানারহাটের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাড়টন্ডু, খয়েরবাড়ি এক নম্বর গ্রাম এবং শুল্কাপাড়া থেকে বামনডাঙ্গা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল। টানাটানি সেতুর পাশের রাস্তা সম্পূর্ণ ভেঙে যাওয়ায় এলাকাটি সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনো সব এলাকায় সাহায্য পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। ক্ষতিগ্রস্ত একাধিক পরিবার জানিয়েছেন, "বাড়িতে খাবার নেই। রবিবার শুধুমাত্র বিস্কুট ও জল পেয়েছি। রাস্তা একেবারে খারাপ, জল নেই, বিদ্যুৎ নেই। আমরা সবাইকে জানিয়েছি, কিন্তু এখনও পর্যাপ্ত সাহায্য আসেনি।"

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(উনপঞ্চাশতম পর্ব)

বংশের সকলকে লক্ষ্মীপুজোয় অংশগ্রহণ করতে হয়।

কালীঘাটে বামাচারী কাপালিক ও অঘোরপন্থীদের দাপটের সময় কালীপুজোর রাতে লক্ষ্মীপুজো বলে কিছু ছিল না। শুধু কালীপুজোই হত। কালীঘাটে যুগযুগান্ত ধরে কালীপুজোর রাতে কালীপুজোই হয়ে এসেছে।

মন্দিরের সমস্ত ক্ষমতা ভবানীদাস চক্রবর্তীর হাতে আসার পর তিনিই কালীপুজোর রাতে বিশেষ কালীপুজো বন্ধ করে লক্ষ্মী-নারায়ণের পুজোর প্রবর্তন করেন।

কালীঘাটে কালীপুজোর দিন মায়ের মন্দিরে লক্ষ্মীপুজোর

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

ব্যবসার স্বাচ্ছন্দ্যে গতি আনতে আইএফএসসি কোড নিবন্ধীকরণে পদ্ধতি ভিত্তিক স্বয়ংক্রিয় অনুমোদনের ব্যবস্থা চালু করেছে সিবিআইসি

নতুন দিল্লি, ৭ অক্টোবর, ২০২৫

শুল্ক পদ্ধতির সরলীকরণ এবং ব্যবসার সুযোগ সম্প্রসারণে আরও এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিল সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেস অ্যান্ড কাস্টমস (সিবিআইসি)। তারা ব্যবসার স্বাচ্ছন্দ্যে গতি আনতে আইএফএসসি কোড নিবন্ধীকরণে পদ্ধতিভিত্তিক স্বয়ংক্রিয় অনুমোদনের ব্যবস্থা চালু করেছে।

নতুন এই উদ্যোগে সুবিধাপ্রাপকদের নির্দিষ্ট ব্যাঙ্ক আমানত এবং আইএফএসসি কোড নির্দিষ্ট আমদানি ও রপ্তানিকারী কোড (আইইসি)-র জন্য আবেদনের অনুরোধ স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুমোদিত হবে এবং শুল্ক সংগ্রহের সমস্ত স্থানগুলিতে তার উল্লেখ থাকবে। অর্থাৎ এক স্থানে যা অনুমোদিত হয়েছে অন্য জায়গাগুলিতেও তা অনুরূপভাবে অনুমোদন পাবে। এর ফলে, বন্দরের আধিকারিকের নিজস্ব হস্তক্ষেপের আর প্রয়োজন পড়বে না।

শুল্ক স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় রপ্তানিকারী ঘোষিত তথ্যাদির ভিত্তিতে তিনি তাঁর ব্যাঙ্ক আমানতে রপ্তানি সংক্রান্ত যে সুবিধা পাওয়ার তা পাবেন। আইসিইজিএটিই-এ রপ্তানিকারীদের ইতিমধ্যেই অনুমোদিত ডিলার কোডের অনলাইন নিবন্ধীকরণের সুযোগ রয়েছে। সুবিধা প্রাপক ব্যাঙ্ক আমানতের লিঙ্ক এবং আইএফএসসি কোডের রপ্তানিকারী আমদানিকারী কোডের অধীন অনুমোদন প্রত্যেকটি বন্দর এলাকায় শুল্ক অফিসারের অনুমোদনের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। এতে আবেদন মঞ্জুর দীর্ঘায়িত হয় এবং ব্যাঙ্ক আমানত সংক্রান্ত সমস্যাও দেখা দেয়।

সিবিআইসি প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এই ব্যবস্থার পদ্ধতিগত সরলীকরণ করেছে। এতে বিনিময় খরচ যেমন কমবে তার পাশাপাশি, ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ব্যবসার স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাবে। তার কারণ, শুল্ক ব্যবস্থা তাদের কাজের সহায়ক হয়ে উঠবে।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

পরেশচন্দ্র দাশগুপ্তের প্রতিবেদন থেকে। পক্ষীমাতৃকা মূর্তি আরও বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া গেছে। সময় আনুমানিক ২০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ চন্দ্রকেতুগড় গঙ্গারিডাই সভ্যতার পক্ষীমাতৃকা। ২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

৮-৯ অক্টোবর মহারাষ্ট্র সফরে প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ৮-৯ অক্টোবর মহারাষ্ট্র সফর করবেন। আগামীকাল, ৮ তারিখ বেলা ৩-৩০ মিনিট নাগাদ নবি মুম্বই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্বোধন করবেন। এছাড়া, বেশ কিছু প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন তিনি।

আগামী ৯ তারিখ সকাল ১০টা নাগাদ মুম্বইয়ে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ের স্টারমেরের মুখোমুখি হবেন শ্রী মোদী। ঐদিন বেলা ২-৪৫ মিনিট নাগাদ ষষ্ঠ গ্লোবাল ফিনটেক ফেস্ট-এ যোগ দেবেন তাঁরা।

নবি মুম্বইয়ে প্রধানমন্ত্রী

মম প্রায় ১৯,৬৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত নবি মুম্বই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের প্রথম পর্যায়ের কাজের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। সরকারি-বেসরকারি (পিপিপি মডেল) যৌথ উদ্যোগে নির্মিত এই বিমানবন্দর দেশের বৃহত্তম গ্রিনফিল্ড প্রকল্প। ১,১৬০ হেক্টর জমির ওপর নির্মিত এই বিমানবন্দর বিশ্বের অন্যতম আধুনিক বিমানবন্দর হতে চলেছে। এই বিমানবন্দরে বছরে ৯ কোটি যাত্রী যাতায়াত করতে পারবেন। এছাড়া, ৩.২৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন পণ্য পরিবহণের ক্ষমতা রয়েছে এই বিমানবন্দরের।

এই বিমানবন্দরে ৪৭ মেগাওয়াটের একটি সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তোলা হয়েছে। এছাড়া রয়েছে বৈদ্যুতিক বাস পরিষেবা। ১২,২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত আচার্য আত্রে চক থেকে কাফ প্যারেড পর্যন্ত মুম্বই মেট্রো লাইন-৩-এর উদ্বোধন করবেন শ্রী মোদী। মোট ৩৩.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এই মেট্রো লাইনে ২৭টি স্টেশন রয়েছে এবং দৈনিক ১৩ লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করতে পারবেন। এই মেট্রো লাইনের সঙ্গে রেল, বিমানবন্দর, অন্যান্য মেট্রো লাইন এবং মোনোরেল পরিষেবাও যুক্ত করা হয়েছে। পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত "মুম্বই ওয়ান" অ্যাপেরও সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী। এই অ্যাপের মাধ্যমে ১১ ধরনের পরিবহণ ব্যবস্থার পরিষেবা গ্রহণ করতে পারবেন যাত্রীরা।

প্রধানমন্ত্রী শর্ট-টার্ম এমপ্লয়েবিলিটি প্রোগ্রাম (এসটিইপি)-এরও সূচনা করবেন। এই কর্মসূচির মাধ্যমে মহারাষ্ট্রের ৪০০টি সরকারি আইটিআই এবং ১৫০টি সরকারি কারিগরি উচ্চবিদ্যালয়ে দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর সফর এবং গ্লোবাল ফিনটেক ফেস্ট

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ের স্টারমের ৮-৯ অক্টোবর ভারত সফর করবেন। প্রধানমন্ত্রী স্টারমেরের এটিই প্রথম সরকারি ভারত সফর। সফরকালে দুই প্রধানমন্ত্রী দুই দেশের কৌশলগত অংশীদারিত্ব নিয়ে মতবিনিময় করবেন। তাঁদের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, প্রতিরক্ষা ও সুরক্ষা, জলবায়ু ও শক্তি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং দুই দেশের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ নিয়ে কথা হবে।

দুই নেতাই শিল্প ও বাণিজ্য মহলের নেতৃবৃন্দের মুখোমুখি হবেন এবং দুই দেশে বিনিয়োগের নানা সম্ভাবনা খতিয়ে দেখবেন। এছাড়া, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয় নিয়েও তাঁদের মধ্যে কথা হবে। মুম্বইয়ের জিও ওয়ার্ল্ড সেন্টারে ষষ্ঠ গ্লোবাল ফিনটেক ফেস্ট-এ যোগ দেবেন দুই প্রধানমন্ত্রী। বিশ্বের উদ্ভাবক, নীতি-নির্ধারক, ব্যাঙ্কার, বিনিয়োগকারী, শিক্ষাবিদ এবং শিল্প মহলের নেতৃবৃন্দ এতে পারস্পরিক মতবিনিময় করবেন। এবারের সম্মেলনের বিষয়বস্তু হল – 'উন্নত বিশ্বের জন্য আর্থিক ক্ষমতায়ন'। বিশ্বের ৭৫টির বেশি দেশের লক্ষাধিক অংশগ্রহণকারী এই সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন। প্রায় ৭,৫০০টি সংস্থা, ৮০০ জন বক্তা এবং ৪০০ জন প্রদর্শক এতে অংশ নিচ্ছেন।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu sarda
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

মেয়েদের ঘর সংসার এর সঙ্গে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে দেবী দুর্গার ইতিকথা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(শেষ পর্ব)

পায়ে আলতা। সঠিক সময়ে সুসজ্জিত আসনে বসিয়ে ষোড়শোপচারে পূজা করা হয়। চারদিক শঙ্খ, উলুধ্বনি আর মায়ের স্তব-স্তুতিতে পূজাঙ্গণ মুখরিত থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'শুদ্ধাত্মা কুমারীতে দেবী বেশি প্রকাশ পায়। কুমারী পূজার মাধ্যমে নারী জাতি হয়ে উঠবে পূত-পবিত্র ও মাতৃভাবাপন্ন, শ্রদ্ধাশীল।'১৯০১ সালে ভারতীয় দার্শনিক ও ধর্মপ্রচারক স্বামী বিবেকানন্দ সর্বপ্রথম কলকাতার বেলুড় মঠে ৯ জন কুমারী পূজার মাধ্যমে এর পুনঃপ্রচলন করেন। হিন্দু সমাজে বাল্যবিবাহ, সতীদাহ, চিরবিধবাসহ নানা অবিচারে নারীরা ছিল নিপীড়িত। চিরকুমার বিবেকানন্দ নারীকে দেবীর আসনে সম্মানিত করার জন্যেই হয়তো পুনঃপ্রচলন করেন। ১৯০১ সালের পর প্রতিবছর দুর্গাপূজার অষ্টমী তিথিতে এ পূজা চলে আসছে। আধ্যাত্মিক ও জাগতিক কল্যাণ সাধনই কুমারী পূজার মূল লক্ষ্য। দুর্গাপূজা আদি পুজো হিসাবে ঘোষিত রয়েছে, আরও একটি অংশ সন্ধিপূজা। অষ্টমী দিনের শেষে এ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় দেবী দুর্গাকে চামুণ্ডা রূপে পূজা করা হয়ে থাকে। তান্ত্রিক মতে এই পূজা সম্পন্ন হয়। এই পূজায় দেবীকে ষোলটি উপাচার নিবেদন করা হয়। দেবীর উদ্দেশে হয় পশুবলি; সেই বলিকৃত পশুর মাংস ও রক্ত এবং মদ দেবীকে দেওয়া হয়। এককভাবে চামুণ্ডা, চণ্ডি বা কালী পূজায় পশুবলি দেখা গেলেও বাংলাদেশের কোথাও দুর্গাপূজায় পশুবলি হয় না।কেন বলি হয়, কেন হয় না? তা নিয়ে এই লেখার মধ্যে বিস্তারিতভাবে আলোচনা সরূপ লিপিবদ্ধ করেছি।সরকারি বা জাতীয়ভাবে এই উৎসবকে দুর্গাপূজা বা দুর্গোৎসব হিসাবে অভিহিত করা হয়। দক্ষিণ এশিয়ায় এটাকে শরৎকালের বার্ষিক মহোৎসব হিসাবে ধরা হয় বলে এই পূজাকে শারদীয় উৎসবও বলা হয়। রামায়ন অনুসারে, অকালে বা অসময়ে দেবীর আগমন বা জাগরণ বলে শরৎকালের দুর্গা উৎসবকে অকালবোধনও বলা হয়। বসন্তকালের দুর্গাপূজাকে বাসন্তী পূজা বলা হয়। এসব যাই হোক না কেন পূজার মন্ত্র না উল্লেখ এই লেখাটি সম্পূর্ন হবে না।

দুর্গা পুষ্পাঞ্জলি দেয়ার মন্ত্র: ওঁ জয়ন্তি মঙ্গলা কালী, ভদ্র কালী কপালিনী, দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী, স্বাহা স্বধা নমস্তুতে। এস স্ব চন্দন পুষ্প বিল্ব পত্রাঞ্জলী নম ভগবতী দুর্গা দেবী নমহ্।এদিকে প্রণাম মন্ত্র: সর্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে ত্রম্বকে গৌরি নারায়নী নমস্তুতে।তবে আমরা সর্বদাই নম্রতা সাথে এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকি, দেবী দুর্গার পাদদেশে বসে। উচ্চারণ মন্ত্র যোগসুত্র পাওয়া যায় মধ্যযুগেও।মধ্য যুগে বাংলা সাহিত্যে দুর্গাপূজার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ঢাকেশ্বরী মন্দির চত্বরে আছে দুই ধরনের স্থাপত্যরীতি মন্দির। ১১শ বা ১২শ শতক থেকে এখানে কালীপূজার সাথে দুর্গাপূজাও হত। ঢাকেশ্বরী মন্দিরের ইতিহাস সম্পর্কে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে।যতটুকু জানা যায়, কারও মতে ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে দিনাজপুরের জমিদার প্রথম দুর্গাপূজা করেন। আবার কারও মতে, ষোড়শ শতকে রাজশাহী তাহেরপুর এলাকার রাজা কংশ নারায়ণ প্রথম দুর্গাপূজা করেন। ১৫১০ সালে কুচ বংশের রাজা বিশ্ব সিংহ কুচবিহারে দুর্গাপূজার আয়োজন করেছিলেন। অনেকে মনে করেন, ১৬০৬ সালে নদীয়ার ভবনানন্দ মজুমদার দুর্গাপূজার প্রবর্তক। ১৬১০ সালে কলকাতার সুবর্ণ রায় চৌধুরী সপরিবারে দুর্গাপূজা চালু করেন। ১৭১১ সালে অহম রাজ্যের রাজধানী রংপুরের শারদীয় পূজার নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের দূত রামেশ্বর নয়ালঙ্কার। নবাব সিরাজ-উদ-দ্দৌল্লার আক্রমণে কলকাতার একমাত্র চার্চ ধ্বংস হবার পর সেখানে কোনো উৎসব আয়োজনের অবস্থা ছিল না। পলাশীর যুদ্ধে বিজয় লাভের জন্য ১৭৫৭ সালে কলকাতার শোভাবাজার রাজবাড়িতে রাজা নব কৃষ্ণদেব লর্ড ক্লাইভের সম্মানে দুর্গাপূজার মাধ্যমে বিজয় উৎসবের আয়োজন করেছিলেন।আধুনিক দুর্গাপূজার প্রাথমিক ধাপ ১৮ শতকে নানা বাদ্যযন্ত্র প্রয়োগে ব্যক্তিগত, বিশেষ করে জমিদার, বড় ব্যবসায়ী, রাজদরবারের রাজ কর্মচারী পর্যায়ে প্রচলন ছিল। বাংলাদেশের সাতক্ষীরার কলারোয়ার ১৮ শতকের মঠবাড়িয়ার নবরত্ন মন্দিরে দুর্গাপূজা হতো। পাটনাতে ১৮০৯ সালের দুর্গাপূজার ওয়াটার কালার ছবির ডকুমেন্ট পাওয়া গেছে। ওরিষ্যার রামেশ্বরপুরে একই স্থানে ৪০০ শত বছর ধরে সম্রাট আকবরের আমল থেকে দুর্গাপূজা হয়ে আসছে। বর্তমানে দুর্গাপূজা দুইভাবে হয়ে থাকে- ব্যক্তিভাবে, পারিবারিক স্তরে ও সমষ্টিগতভাবে; পাড়াস্তরে বারোয়ারি বা সর্বজনীন পূজা নামে পরিচিত।তবে

সাধারণত আশ্বিন শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী থেকে দশমী অবদি পাঁচদিন দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই পাঁচটি দিন যথাক্রমে দুর্গাষষ্ঠী, মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী, মহানবমী ও বিজয়া দশমী নামে পরিচিত। আবার সমগ্র পক্ষটি দেবীপক্ষ নামে আখ্যাত হয়। দেবীপক্ষের সূচনা হয় পূর্ববর্তী অমাবস্যার দিন; এই দিনটি মহালয়া নামে পরিচিত। অন্যদিকে দেবীপক্ষের সমাপ্তি পঞ্চদশ দিন অর্থাৎ পূর্ণিমায়; এই দিনটি কোজাগরী পূর্ণিমা নামে পরিচিত।

সিনেমার খবর

‘আমরা কথা কী বলব, সমাজ তো ঐশ্বরিয়াকেও ছাড়েনি’

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী স্বরা ভাস্কর কথায় কথায় সমালোচিত হন। তা সত্ত্বেও মতামত দেওয়া বন্ধ করেন না তিনি। রাজনৈতিক মতপ্রকাশ করে, আবার কখনো বা ভিন্নধর্মে বিয়ে করে সমালোচিত হয়েছেন অভিনেত্রী। এমনকি সন্তানধারণের পরও চেহারায় পরিবর্তন আসার জন্যও কটাক্ষের শিকার হয়েছেন তিনি। তবে এর পাল্টা জবাবও দিয়েছেন অভিনেত্রী স্বরা।

যদিও বেশ কয়েক বছর ধরে সিনেমা জগতের বাইরেই রয়েছেন স্বরা ভাস্কর। কোনো সিনেমায় সেভাবে তাকে দেখা যায়নি। তাই অভিনেত্রীকে কটাক্ষ করে নিন্দুকেরা বলেন, মা হওয়ার পর স্বরা এত ওজন বাড়িয়ে ফেলেছেন বলেই আর কাজ পাচ্ছেন না।

আর নিন্দুকদের পাল্টা প্রশ্ন করে বসেন স্বরা—অভিনেত্রীদেরও কি সবসময়ে ‘আওয়ার গ্লাস’-এর মতোই চেহারা হতে হবে? তিনি বলেন, এ ধরনের ধারণা খুবই যন্ত্রণাদায়ক। সমাজের এই মনোভাবের প্রভাব পড়ে নারীর শরীর এবং মনের ওপরে। তারা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হন। ফলে মা হওয়ার পর আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে অসুবিধা হয়।

স্বরা বলেন, অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর নানাভাবে কটাক্ষের শিকার হয়েছি আমি। কিন্তু আমার এমন কোনো বাসনা নেই যে, আমাকে দেখে মনে হয়— আমি মা হইনি।

এর আগে এক সাক্ষাৎকারে স্বরা ভাস্কর বলেছিলেন, আমাকে নিয়ে বহুবার বহু সমালোচনা হয়েছে। মাতৃত্বের পর আমার চেহারা নিয়েও হয়েছে। কিন্তু আমি শুধু আমার কথা আলাদা করে কী বলব! সমাজ তো ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনকেও ছাড়েনি!

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে কন্য রাবিয়ার জন্ম দেন অভিনেত্রী স্বরা ভাস্কর। এর পরে ওজন বৃদ্ধি পায় অভিনেত্রীর। সেই ছবি নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে তাকে নানা কুকথা শুনতে হয়েছে। স্বরার শেষ মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা ‘শির কোর্মা’। তার ঠিক আগেই ‘বীর দি ওয়েডিং’ সিনেমায় অভিনয় করে সমালোচিত হয়েছিলেন স্বরা। সেখানে স্বমেহনের দৃশ্যে দেখা গিয়েছিল তাকে।

অনন্যা-সুহানার বন্ধুত্বে ফাটল!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিনোদন জগতের ‘থ্রি মাস্কেটিয়ার্স’। সেই শৈশব থেকে গভীর বন্ধুত্ব বলিউড অভিনেত্রী অনন্যা পান্ডে, সুহানা খান ও শানায়া কাপুরের। একসঙ্গে বহুবার বিদেশে ছুটি কাটাতেও গেছেন তারা। সেই ছোটবেলার বন্ধুত্বেই এবার নাকি ছেদ পড়েছে? এ নিয়ে বলিপাড়ায় শুরু হয়েছে তোলপাড়।

সম্প্রতি বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ান খান পরিচালিত ‘ব্যাডস অব বলিউড’-এর বিশেষ প্রদর্শনীতে এসেছিলেন অনন্যা পান্ডে। সেখানে কিছু বোঝা না গেলেও অভিনেত্রীর সামাজিক মাধ্যমের একটি পোস্ট ঘিরে তৈরি হয়েছে নানা প্রশ্ন।

সামাজিক মাধ্যমে নিজের ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি পোস্ট করেন অভিনেত্রী অনন্যা পান্ডে। সেখানে দেখা যাচ্ছে— একটি ভাঙা হৃদয়ের ছবি পোস্ট করেছেন তিনি। সেই ছবির ক্যাপশনে অভিনেত্রী লিখেছেন— প্রেম ভাঙলেও এত কষ্ট হয় না, যতটা খারাপ লাগে বন্ধুত্ব ভাঙলে।

অনন্যার এ পোস্ট মুহূর্তেই সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে পড়ে। এ লেখা ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই নেটিজেনদের মাঝে জল্পনা তুঙ্গে। তবে কি সুহানা খান ও শানায়ার সঙ্গে ফাটল ধরেছে? নব্যা নভেলির সঙ্গেও খুব ভালো বন্ধুত্ব অনন্যার। সেই সম্পর্কে কি ভাটা পড়ল? নায়িকার ছবি উসকে দিয়েছে একগুচ্ছ প্রশ্ন।

আমিশার নিশানায় কি দীপিকা, যা বললেন অভিনেত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সম্পর্কে নারীরাই বেশি প্রতারণা করে থাকেন। বিয়ের আগে একসঙ্গে তিন-চারজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়ান বলেও জানান আমিশা প্যাটেল। সম্প্রতি রণবীর ইলাহাবাদিয়ার এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন বলিউড অভিনেত্রী। কার উদ্দেশে এমন কথা বললেন আমিশা, সেই প্রশ্ন তুললেন নেটিজেনরা।

সেই সাক্ষাৎকারে নতুন প্রজন্মের সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন করা হয় অভিনেত্রী আমিশা প্যাটেলকে। আজকাল সম্পর্কে প্রতারণা করা কোনো বড় বিষয়ই নয় উল্লেখ করে অভিনেত্রী বলেন, হ্যাঁ আজকাল ঠকানো কোনো ব্যাপারই নয়। সবচেয়ে বড় কথা— এর জন্য কোনো অনুতাপও হয় না এই প্রজন্মের। কিচ্ছু যায় আসে না তাদের।

আমিশা বলেন, আর নারীরাই বেশি প্রতারণা করে থাকেন। এখন তো নারীরা বিষয়টি নিয়ে খুব খোলাখুলি। তিনি বলেন, আমাকেই কয়েকজন নারী বলেছেন— বিয়ে করার আগে আমি আরও চারজন পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করে দেখেছিলাম। তারপর সিদ্ধান্ত নিই কোন পুরুষকে বিয়ে করব।

অভিনেত্রী বলেন, সম্পর্কে প্রতারণা করলে আগে মানুষের মনে সামান্যতম হলেও অনুতাপ হতো, কিন্তু এখন সেটা নেই। বিবেক আর পাপবোধ ছিল মানুষের মধ্যে; কিন্তু এখন নেই। তিনি বলেন, আগে মানুষের মধ্যে অন্তত কিছু ভয় কাজ করত। কিন্তু আজকাল মানুষের সে বিষয়ে কিছুই যায় আসে না। এদের কাছে প্রতারণা করা খুবই সহজ একটি বিষয়। স্ত্রী বা প্রেমিকা প্রতারণার কথা জানতে পারছে না, তা নিয়ে বিন্দুমাত্র পাপবোধ নেই এদের বলে জানান আমিশা প্যাটেল।

অভিনেত্রীর এমন মন্তব্য দীপিকা পাড়ুকোনকে ইঙ্গিত করে বলেই নেটিজেনরা মনে করছেন। তাদের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে, তাই এক নেটিজেন খোঁচা দিয়ে বলেছেন— আমিশা প্যাটেল মনে হয় দীপিকার জন্যই এ মন্তব্য করেছেন।

উল্লেখ্য, এর আগে সঞ্চালক করণ জোহরের অনুষ্ঠানে দীপিকা জানিয়েছিলেন— বিয়ের আগে রণবীরের সঙ্গে সম্পর্কে থাকাকালীন তিনি অন্য পুরুষের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছেন এবং মেলামেশা করেছেন। সবার সঙ্গে মিশে বুঝতে পেরেছেন, রণবীরই তার জন্য সঠিক পুরুষ।

হ্যান্ডশেক বিতর্ক ছাপিয়ে আলোচনায় আমিরের কোহলি প্রশংসা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এশিয়া কাপের সুপার ফোর রাউন্ডে ভারতের সঙ্গে আবারও মুখোমুখি হতে যাচ্ছে পাকিস্তান। কিন্তু মাঠের চ্যালেঞ্জের চেয়েও বেশি আলোচনা পড়েছে গত ১৪ সেপ্টেম্বর ভারতের বিরুদ্ধে গ্রুপ ম্যাচ শেষে 'নো-হ্যান্ডশেক' অনুসরণে একাধিক বাঁধা ও বিতর্ক। এই কঠিন পরিস্থিতির মাঝেই সাবেক পাকিস্তানি পেসার মোহাম্মদ আমির সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি ছবি পোস্ট করে নতুন করে আলোচনার ঝড় তুলেছেন।

আমির সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ একটি ছবি পোস্ট করেছেন যেখানে দেখা যাচ্ছে ২০১৬ সালের টি-২০ বিশ্বকাপের আগে ইডেন গার্ডেন্সে ভারতের তারকা ব্যাটসম্যান বিরাট কোহলি তাঁকে ব্যাট উপহার দিচ্ছেন। ছবিটি ২০১৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের, যেখানে কোহলি কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে ম্যাচের আগে আমিরকে ব্যাট উপহার দেন। ছবির ক্যাপশনে মোহাম্মদ আমির লিখেছেন- 'একটি বিষয় নিশ্চিত, বিরাট হলেন ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে সেরা খেলোয়াড় এবং সেরা মানুষ। সম্মান।'

গ্রুপ স্টেজের ম্যাচ শেষে ভারতীয় খেলোয়াড়দের পাকিস্তানি খেলোয়াড়দের সঙ্গে শিষ্টাচারিক হ্যান্ডশেক এড়িয়ে যাওয়ার ঘটনা থেকেই পুরো বিতর্কের সূচনা হয়। এ নিয়ে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটকে অপসারণের দাবি তোলে। পাশাপাশি ম্যাচ অফিসিয়াল-প্লেয়ার এলাকা প্রটোকল ভাঙার অভিযোগও উত্থাপন করে তারা।

এমন প্রেক্ষাপটে আমিরের পোস্ট ভিন্ন তাৎপর্য তৈরি করেছে। কেউ এটিকে কোহলির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মানের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখছেন, আবার কারও মতে এটি ভারতের বর্তমান দল ও বোর্ডের আচরণের প্রতি এক প্রকার সূক্ষ্ম সমালোচনাও বটে।

অনেকে মনে করছেন, এই পোস্ট শুধু একজন কিংবদন্তি ব্যাটসম্যানকে প্রশংসা করা নয়; বরং তা ক্রিকেটের প্রকৃত মূল্যবোধ-স্পোর্টসম্যানশিপ, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও মানবিকতা-রক্ষা করার এক পরোক্ষ আবেদন। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মাঝেও মাঠ যেন খেলোয়াড়ত্ব ও মর্যাদার প্রতীক হয়ে থাকে, সেটিই হয়তো স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন আমির।

টেস্ট-ওয়ানডে সিরিজ খেলতে বাংলাদেশে আসবে পাকিস্তান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষে নিজেদের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজ খেলবে পাকিস্তান। এরপরই বাংলাদেশ সফরে আসবে বাবর আজমরা। আসন্ন সফরে দুটি টেস্ট ও তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলবে দুই দল।

আইসিসির ভবিষ্যৎ ট্যুর সূচি (এফটিপি) অনুযায়ী, শুরুতে বাংলাদেশে পাকিস্তানের দুটি টেস্ট, তিনটি ওয়ানডে এবং তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলার কথা ছিল। তবে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ সফরে টি-টোয়েন্টি ম্যাচ রাখা হয়নি। পরবর্তীতে নতুন সূচিতে সংক্ষিপ্ত সংস্করণের সিরিজ যোগ হতে পারে।

২০২৬ সালের মার্চের শেষ সপ্তাহে বাংলাদেশে পা রাখবে পাকিস্তান দল। সিরিজ শুরু হতে পারে ২৬ মার্চ থেকে। দুটি টেস্টের একটি অনুষ্ঠিত হবে মিরপুর শের-ই বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে, অন্যটি সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। এরপর তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের সবগুলো ম্যাচ হবে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে।

তবে এখনো ম্যাচগুলোর নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করা হয়নি। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) প্রস্তাবিত সূচি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে (পিসিবি) পাঠিয়েছে। তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছে বিসিবি। পাকিস্তান সিরিজ শেষে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ওয়ানডে ও তিন টি-টোয়েন্টি খেলবে বাংলাদেশ দল। যদিও সেই সিরিজের সূচিও এখনো নির্ধারিত হয়নি।

ইসরাইল খেললে ২০২৬ বিশ্বকাপ বয়কট করবে স্পেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ থেকে সরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছে সর্বশেষ ফিফা র‍্যাঙ্কিং অনুযায়ী ওয়ার্ল্ড নাম্বার ওয়ান স্পেন। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বকাপে যদি ইসরাইল খেলার সুযোগ পায়, তাহলে টুর্নামেন্ট থেকে স্পেন নিজেদের প্রত্যাহারের পথ বেছে নিতে পারে বলে সতর্ক করেছে দেশটির কর্তৃপক্ষ।

স্পেনের শীর্ষ ক্রীড়া দৈনিক মার্কা জানিয়েছে, বুধবার কংগ্রেসে সোশ্যালিস্ট গ্রুপের মুখপাত্র পাৎসি লোপেজ বিশ্বকাপ বয়কটের সম্ভাবনার কথা বলেছেন। গাজায় ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করে চলমান বিক্ষোভ প্রসঙ্গে সংসদ অধিবেশনে প্রশ্নের জবাবে তিনি এ মন্তব্য করেন।

লোপেজ বলেন, 'ইসরাইল এখন স্থলপথে গাজা উপত্যকা দখল করছে, এর প্রতিক্রিয়া জানানো প্রয়োজন। প্রতিদিন সংবাদে যে ভয়াবহ দৃশ্য আমরা দেখি, তা স্প্যানিশ সমাজের বড় একটা অংশ মেনে নিতে পারছে না। আমাদের নীরবতা মানে হবে এই বর্বরতায় সহযোগী থাকা।'

গাজায় ইসরাইল গণহত্যা চালাচ্ছে উল্লেখ করে লোপেজ বলেন, 'ক্ষুধায় কাতর মানুষ খাবার খুঁজতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হচ্ছে, শিশুরা মারা যাচ্ছে, শহরগুলো ধ্বংস হচ্ছে—শুধু ধনী ব্যক্তিদের রিসোর্ট বানানোর স্বপ্ন পূরণের জন্য। আর পুরো একটি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া—এটাই গণহত্যা।'

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR